কিশোর গ্যাংয়ের দৌরাত্ম সহ্য করা হবে না

মেহেরপুরের নবাগত পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, কিশোর গ্যাং সারা বাংলাদেশের মতোই মেহেরপুরে বড় একটি সমস্যা, কিশোর গ্যাং এর দৌরাত্ম কোনভাবেই সহ্য করা হবে না এবং তাদেরকে কোন ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। মাদক, জুয়া অন্যান্য অপরাধের মতোই কিশোর গ্যাং এর অপরাধের বিরুদ্ধে আমরা সমান ভাবে অভিযান চালিয়ে যাব।

মেহেরপুরে সাংবাদিকদের সাথে নবাগত পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেল ৪ টায় মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসকল কথা বলেন।

পুলিশ সদস্যের আচরণ, কার্যক্রম, কর্তব্যের অবহেলা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রয়োগ করা হবে। কারোও বিরুদ্ধে যদি এরকম কোন অভিযোগ আছে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাসহ যা যা ব্যবস্থা আছে সেগুলো গ্রহণ করা হবে, এক্ষেত্রে কোন ছাড় দেওয়া হবে না। আমি প্রতিটি থানায় এবং প্রতিটি সদস্যের কাছে মেসেজটি পৌঁছে দিয়েছি। আমাদের থানাগুলোকে সেবা কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে এবং প্রত্যেকটি সদস্যের আচার ব্যবহার হবে পেশাদারিত্বের ভিতরে। এখানে অপেশাদার আচরণ দুর্নীতি সহ্য করা হবে না।

তিনি বলেন, মহাসরকে কোন ভাবে থ্রি হুইলার বা ইজিবাইক কোনভাবেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এটি বন্ধের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যারা আমাদের মাঠ পর্যায়ে রয়েছে, এটিই আমাদের অবস্থান, এই অবস্থান থেকেই আমরা কাজ করব। সড়কের মধ্যে যেসব ইজিবাই ব্যাটারি চালিত রিকশা রয়েছে এগুলো অবাক এবং নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে চলাচল করে , এগুলো যাতে সুশৃংখল ভাবে আইন মেনে চলাচল করতে পারে সেজন্য চেষ্টা অব্যাহত আছে। যেহেতু এখানে পার্কিংয়ের জায়গার অভাব আছে টার্মিনালের অভাব আছে এসবের কারণে আমরা রাস্তায় যানবাহনে জটলা দেখতে পাই বা রাস্তা বন্ধ করে করা হয় এসবের ব্যাপারেও আমরা সতর্ক আছি কাজ করে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস সকল ক্ষেত্রে আমরা দৃশ্যমান পরিবর্তন অচিরেই আনতে পারব।

তিনি আরও বলেন, নবাগত পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, এই জেলায় ইতিমধ্যে আমি দেখেছি অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলার রুজু হয়েছে অনেক আসামি গ্রেফতার হয়েছে। অনলাইন জুয়ার কোন সীমানা নাই, আমরা যদি বলি এটা মেহেরপুর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটাও ঠিক হবে না। অনলাইন জুয়ার বিস্তার সব জায়গায় আছে, কিন্তু মেহেরপুরে এর প্রবণতা বেশি ইতিমধ্যে আমি তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছি, এর যে মামলাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা মনিটরিং করব, এই মামলার সাথে জড়িত যারা আছে তাদেরকে গ্রেফতারের চেষ্টা আমরা জোরদার করব এবং যেখানেই অনলাইন জুয়ার খবর পাবো সেখানেই তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালানা করবো।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খানসহ সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও যুগান্তরের জেলা প্রতিনিধি তোজাম্মেল আজম, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সময় টিভির জেলা প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, দৈনিক ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি ফারুক মল্লিক, স্টার নিউজের ব্যুরো প্রধান রাশেদুজ্জামান, যমুনা টিভির জেলা প্রতিনিধি রামিজ আহসান, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, নিউজ টোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি ডালিম সারোয়ার, একাত্তর টিভির জেলা প্রতিনিধি আসিফ ইকবাল, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব হল পোলেন, বাসসের জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, এশিয়া পোস্টের জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি, দীপ্ত টিভির জেলা প্রতিনিধি জাকির হোসেনসহ প্রিন্টু ইলেকট্রিক মিডিয়ার জেলা সকল সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ক

মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত আজ বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) হল রুমে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ-কনসোর্টিয়ামের (এসিপি) সহযোগিতায় মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন আমঝুপি ইউনিয়ন কমিউনিটির ওয়াচ গ্রুপের সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুর রকিব।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাশেম, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধান মোঃ আসাদুজ্জামান সেলিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এসময় জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, আউট আব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন এর ডিপিএম সাদ আহম্মেদ, মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের (মউক) প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ ফাহিমা খাতুন, সহকারী এডমিন অফিসার হালিমা খাতুন ডলি, সুপারভাইজার সুমাইয়া খাতুন, সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার চাঁদতারা সূর্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা শহরে আতংক ছড়াচ্ছে কিশোর গ্যাং

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় রীতিমতো আতংক ছড়াচ্ছে কিশোর গ্যাং। কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের আচরণ এতটাই বেপরোয়া যে তাদের কেউ কিছু বলার

সাহস পাচ্ছেন না। এরা অনেকটাই ‘ডনের মত আচরণ করে।

আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গি ও চালচলন, অশ্লীল বাচনভঙ্গি, পাড়া-মহল্লা, অলিগলিতে জড়ো হয়ে কোনো কারণ ছাড়াই উচ্চস্বরে গালিগালাজ করা। রাতবিরাতে মহল্লার বিভিন্ন বাড়ির মূল ফটকে লাথি মেরে বা অন্য কোনো বস্তু দিয়ে আঘাত করে ভিতিকর পরিস্থিতি তৈরি,স্কুল কলেজ ছুটি হলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, উচ্চশব্দে দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে ও হাইড্রলিক হর্ণ বাজিয়ে জনমনে আতংক সৃষ্টি করে জনসাধারনের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিনের পর দিন কিশোর গ্যাংয়ের বেপরোয়া কর্মকান্ড ভাবিয়ে তুলছে সংশ্লিষ্ট এলাকাসী ও অভিভাবকদেরকে। এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নেই তেমন কোনো ভূমিকা।

সুত্র বলছে, গ্যাং গ্রুপের কিছু সদস্য দর্শনার একটি প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে যুক্ত। আর ওই প্রভাবশালী মহলের বলয়ে থেকে এরা নানা কর্মকান্ড সংঘটনে সিদ্ধহস্ত। বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে এলাকায় দাপিয়ে বেড়ালেও এদের কেও কিছু বলতে সাহস পায়না।

জানা গেছে, ২৫ ফেব্রুয়ারি, রবিবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ শবেবরাতের রাতে দর্শনা পৌর শহরের আজমপুর মহল্লার অন্তত দশটি বাড়ির মূল ফটকে লাথি ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটি গ্যাং গ্রুপ। সেই তাণ্ডবের একটি দৃশ্য ধরাপড়ে ভবনে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায়।

সিসিটিভিতে রেকর্ড হওয়া ভিডিওতে দেখা যায় দর্শনা-মুজিবনগর মহাসড়ক থেকে আজমপুর মহল্লায় প্রবেশের সংযোগ সড়কের শুরতেই থাকা বাড়ির মূল ফটকে ৮/১০ জনের একটি গ্রুপ বেধড়ক লাথি মারতে থাকে। এরপর উচ্চশব্দে আওয়াজ করে স্থানীয় কাউন্সিলরের বাড়ির ফটকে আঘাত করে।

এরপর আরো কয়েকটি বাড়ির ফটকে একই ভাবে আঘাত করে চলে যায় গ্রুপটি। ভিডিও পর্যালোচনা করে রিয়াদ নামের একজনের নাম শোনা যায়। খোজনিয়ে জানাযায় রিয়াদ দর্শনা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের এক নেতার ভাগ্নে।

ভুক্তভোগী এক বাড়িওয়ালা বলেন, গত রোববার রাত ১১টার দিকে বাড়ির ফটকে তীব্র শব্দে কয়েকজন কিশোর বা যুবক আঘাত করে। এতে আমরা আতংকিত হয়ে পড়ি। এরপর ঘরের জানালার কাছে এসে উচ্চশব্দে অশ্লিল কথা বলে। এতে করে আমার একবছরের মেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এর

আগের এমন ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিকার চাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রতক্ষদর্শী জানান, এই গ্রুপটা খুবই ভয়ংকর। এদের একজনের নাম সম্রাট। একটি রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী মহল এদের শেল্টার দেয়।

জানতে চাইলে দর্শনা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র ১- রবিউল হক সুমন বলেন, আমিও বিভিন্ন মাধ্যমে শুনেছি রবিবার রাতের ঘটনা। একদল উশৃংখল কিশোর রাতে বেপরোয়া আচরণ করছে। এদের নিয়ন্ত্রণ করতে নানা সামাজিক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি শুরুতেই নিয়ন্ত্রন করা না যায় তাহলে এরা ভবিষ্যতে আরো বড় সমস্যার সৃষ্টি করবে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন,আমরা সাথে সাথে পুলিশ পাঠিয়েছি। পরে তাদের আর খুজে পাওয়া যায়নি। তবে এসব কর্মকান্ড যারা ঘটাচ্ছে তাদের আইনের আওতায় এনে এদের শাস্তি দেওয়া হবে। তবে শহরে যারা দ্রত গতিতে মোটরসাইকেল চালায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ (পিপিএম) বলেন, কিশোর গ্যাংয়ের কর্মকান্ড সমাজে বড় একটা সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এদের নিয়ন্ত্রণে পুলিশের পক্ষ থেকে পাড়া-মহল্লাসহ যেখানে তারা থাকবে সেখানেই অভিযান চালানো হবে। তাদেরকে কোন ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, ছিল বালি আর মাটি

কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, মাটি আর বালি দিয়ে ভরা ছিল গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার থেকে উদ্ধার কিশোর গ্যাং এর নামে রাখা সেই বোমার ভিতর।

গাংনী থানা পুলিশের বোমা বিস্ফোরক অভিজ্ঞ টিম বোমাটি

নিস্ক্রিয় করার পরে সেটাই মিললো কসটেপ মোড়ানো সেই কৌটা থেকে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এমনটিই জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গভীর রাতে বামন্দী পুলিশ ফাঁড়িতে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি নিস্ক্রিয় করা হয়। এসময় দেখা যায় ওই বস্তুটির ভিতরে বালি ও কাঁদায় ভরা। কৌটার উপরে লাল টেপ মোড়ানো।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালের দিকে বামন্দী বাজার থেকে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নেন। বোমার গায়ে লেখা ছিল “সাবধান কিশোর গ্যাং”।

সাবধান কিশোর গ্যাং হুমকী সংবলিত বোমা উদ্ধার

লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য কৌটার গায়ে লেখা সাবধান। মোটা অক্ষরে লেখা কিশোর গ্যাং। একটি বোমা সাদৃশ্য লাল কসটেপ মোড়ানো বস্তুু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

কিশোর গ্যাং এর হুমকি দিয়ে লেখা চিরকুটে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য এই বস্তুটি সোমবার সকালের দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের নাসিম ফল ভান্ডারের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়দের দেওয়া খবরের ভিত্ত্বিতে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করেন। বোমা সাদৃশ্য বস্তুুটির গায়ে “কিশোর গ্যাং”। সাথে রয়েছে একটি চাঁদার চিরকুট।

বোমাটি উদ্ধারের পর ওই বাজারের বিভিন্ন দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, রাত ১২টার দিকে নীল রংয়ের পোশাক ও মাফলার পরিহিত এক ব্যক্তি বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি রেখে চলে যায়। তবে ব্যবসায়িরা ভাবছেন, আতঙ্ক ছড়ানোর জন্যই এটি রাখা হতে পারে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ ইসরাফিল হোসেন জানান, সকালে

ব্যবসায়ি নাছিম তার ফলের দোকান খোলার সময় বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি দেখতে পায়। এসময় পুলিশে খবর দিলে, সেটি উদ্ধার করে পানিতে চুবিয়ে রাখা হয়েছে। সেই সাথে চিরকুটটি জব্দ করা হয়।

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সক্রিয় সদস্য চট্টগ্রাম থেকে আটক

কুষ্টিয়ার কিশোর গ্যাং চক্র বিএসবি’র ৩ সক্রিয় সদস্যকে চট্টগ্রাম থেকে আটক করেছে র্যাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানাধীন স্টেডিয়াম এলাকা হতে তাদের আটক করা হয় বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াড্রন লীডার কোম্পানী কমান্ডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খান।

আটককৃতরা হলো কুষ্টিয়া সদর থানার-পূর্ব মজমপুর এলাকার হারুনুর রশিদের ছেলে মোহাম্মদ সংগ্রাম হোসেন সাইফ (১৯), মিরপুর উপজেলার বেলগাছী এলাকার আব্দুস সবুর বিশ্বাসের ছেলে মহাম্মদ নাফিস ফুয়াদ
(১৯) এবং কুমারখালী বানিয়াপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তামিম শাহরিয়ার।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আটককৃতরা গত ১৩ জুন তারিখে কুষ্টিয়ার কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমন চালিয়ে ঐ স্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্র আবিরকে মারাত্মকভাবে কুপিয়ে জখম করে এবং স্কুলে ভাংচুর চালায়।

উক্ত ঘটনায় আহত ছাত্রের বাবা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলা নং-৩৬।

পরবর্তীতে কুষ্টিয়া ও চট্টগ্রাম র্যাবের যৌথ অভিযানে কিশোর গ্যাং চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার করা হয়। আটককৃত আসামিদের চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালি থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।